হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

জাতীয় শোকের মাস আগস্ট-এ ভাইস-চ্যান্সেলর প্রদত্ত শোকবার্তা

বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শোকাবহ একটি দিন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কুচক্রি মহলের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইতিহাসের মহানায়ক, শত সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করেছে মহিয়সী নারী, জাতির পিতার প্রিয় সহধর্মিনী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের চালিকাশক্তি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, জাতির পিতার প্রিয় সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ২৬ জন নিকটাত্মীয়কে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এ নৃশংসতম হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাই এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার পর গোটা বিশ্বে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। হত্যাকারীদের প্রতি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘৃণার বিষবাষ্প। পশ্চিম জার্মানির নেতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উইলি ব্রানডিট বলেছিলেন, 'মুজিবকে হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে, তারা যেকোনও জঘন্য কাজ করতে পারে'।

বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব, তার চেতনা অবিনশ্বর। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির ভাস্মর, চির প্রবহমান থাকবে। ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর একান্তই নিজস্ব চিন্তার ফসল ৬ দফার আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির মনের মনিকোঠায় তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন জাতির পিতা হিসেবে। তারই সুবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে, ২৬ মার্চের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ, ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। ত্রিশ

লক্ষ শহীদ আর দুলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভুত হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার মেধা, প্রজ্ঞা, দুরদর্শীতা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার একটি অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারির প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে প্রবর্তিত স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে মেনে চলি, সকলে মাস্ক পরিধান করি, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

পরিশেষে আমি বলতে চাই আমরা সকলে যদি জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি, তাঁরই রক্ত আর আদর্শের উত্তরসুরী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি তাহলেই জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের সার্থক হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

প্রশাসনিক ভবন
১ আগস্ট ২০২১

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর